৪.১৬. কান্টের বৈচারিক মতবাদ বা বিচারবাদ (Kant's Critical theory of knowledge) :

অভিজ্ঞতাবাদ ও বুদ্ধিবাদ দুটি চরমপন্থী ও নির্বিচার (dogmatic) মতবাদ। নির্বিচারবাদ বিনা বিচারে কিম্বা পক্ষপাতদুষ্টভাবে পরমত অগ্রাহ্য ক'রে স্বমত প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়। অভিজ্ঞতাবাদ জ্ঞানের ক্ষেত্রে বুদ্ধির অবদানকে অগ্রাহ্য ক'রে ইন্দ্রিয়ানুভবকেই জ্ঞানের একমাত্র উৎস বলে স্বীকার করে। বুদ্ধিবাদ জ্ঞানের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার অবদানকে অগ্রাহ্য ক'রে বুদ্ধিলব্ধ প্রত্যয়কেই যথার্থ জ্ঞানের উৎস বলে। জ্ঞানতাত্ত্বিক নির্বিচারবাদে বুদ্ধির অথবা অভিজ্ঞতার সামর্থ্য, জ্ঞানের শর্ত, সীমা ও সম্ভাবনা ইত্যাদির প্রতি সুবিচার না করেই ধরে নেওয়া হয় জ্ঞান সম্ভব অথবা সম্ভব নয়। কান্টও প্রথম জীবনে জার্মান বুদ্ধিবাদী দার্শনিক লাইব্‌নিজ (Leibnitz) ও ভল্‌ফের (Wolff) দর্শন-চিন্তার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন; কিন্তু হিউমের (Hume) সংশয়বাদের (scepticism) সঙ্গে পরিচিত হবার পর কান্টের 'নির্বিচার নিদ্রা' ভেঙে যায় অর্থাৎ সনাতন বুদ্ধিবাদের প্রতি আস্থা টলে যায়। বুদ্ধিবাদীরা বুদ্ধিতে অনুস্যূত কতকগুলি প্রত্যয়ের (সহজাত ধারণার) উল্লেখ ক'রে বলেন যে, সে-সব প্রত্যয়ের বিশ্লেষণের মাধ্যমেই যথার্থ জ্ঞান সম্ভব হয়। হিউম তাঁর সংশয়বাদে বুদ্ধিবাদের সমালোচনায় সে-সব প্রত্যয়ের প্রতি সংশয় প্রকাশ করে বলেন, কেবলমাত্র প্রত্যয়ের অর্থ-বিশ্লেষণ করে বস্তুজগতের সন্ধান পাওয়া যায় না, প্রত্যয়ের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে বস্তুজগতের স্বরূপ জানা সম্ভব হয় না। যেমন—বুদ্ধিসঞ্জাত **দ্রব্যের** প্রত্যয় অনুসারে বাহ্যবস্তুতে গুণের আধার স্বরূপ কোন দ্রব্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না, **কারণতার** প্রত্যয় বিশ্লেষণ করে বাহ্য জগতের ঘটনার মধ্যে তথাকথিত কোন নিশ্চযতাত্মক কার্য-কারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায় না। বস্তুজগতের জ্ঞান পেতে গেলে ইন্দ্রিয়-অনুভবের মাধ্যমেই তা লাভ করতে হবে। বুদ্ধিবাদের বিরুদ্ধে হিউমের এ-জাতীয় জোরালো অভিমতের সঙ্গে পরিচিত হবার ফলেই বুদ্ধিবাদের প্রতি কান্টের পূর্বের আস্থা আর থাকে না। এজন্যই কান্ট বলেছেন ''Hume roused me form my dogmatic slumber.''

জ্ঞানোৎপত্তির ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার ও বুদ্ধির অবদানকে নানা ভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে কান্ট উভয়কেই জ্ঞানোৎপত্তির আবশ্যিক শর্তরূপে গ্রহণ করেন। পক্ষপাতশূন্যভাবে তিনি ইন্দ্রিয়ানুভব ও বুদ্ধির সামর্থ্য, জ্ঞানের শর্ত, সীমা ও সম্ভাবনা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা ক'রে তাঁর নিজস্ব মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। এজন্য জ্ঞানোৎপত্তি সংক্রান্ত কান্টের মতবাদকে **'বৈচারিক মতবাদ'** বা **'বিচারবাদ'** (critical theory of knowledge) বলা হয়।

কান্ট বিচারপূর্বক দেখান যে, অভিজ্ঞতাবাদ ও বুদ্ধিবাদ আংশিকভাবে গ্রহণীয় আবার আংশিকভাবে বর্জনীয়। উভয় মতবাদের কিছু গুণ আছে আবার দোষও আছে। অভিজ্ঞতাবাদীরা যথার্থই বলেন যে, ইন্দ্রিয়ানুভব ব্যতীত বস্তুজ্ঞান হয় না; বুদ্ধিবাদীরাও যথার্থ বলেন যে, বুদ্ধির প্রয়োগ ব্যতীত জ্ঞান হয় না। কাজেই, উভয় মতবাদই আংশিক সত্য। কিন্তু আংশিক সত্য হলেও কোন মতবাদকেই সম্পূর্ণ সত্য বলা যাবে না। কেননা, অভিজ্ঞতাবাদ অনুরসরণ করে বলা যাবে না—কেবল ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতা হলেই জ্ঞান হয় ; তেমনি আবার বুদ্ধিবাদ অনুসরণ করে বলা যাবে না—বুদ্ধির অনুস্যূত প্রত্যয়সমূহ বিশ্লেষণই জ্ঞান। জ্ঞান হতে গেলে অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি উভয়েরই প্রয়োজন হয়। **অভিজ্ঞতা জ্ঞানের উপাত্ত** (data) বা **উপাদান** (matter) **যোগায়, আর বুদ্ধি সে-সব উপাদানকে আকার** (form) **দেয়, অর্থ প্রদান করে।** আকারবর্জিত উপাদান সুনির্দিষ্ট কোন কিছু নয়, উপাদানবর্জিত আকার নিছক শূন্য। তেমনি বুদ্ধির প্রত্যয় ব্যতীত বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়ানুভব অর্থহীন সংবেদন-জটলা, আর ইন্দ্রিয়ানুভব ব্যতীত বিশুদ্ধ প্রত্যয়সমূহ বস্তুশূন্য, শূন্যগর্ভ। কান্টের এই অভিমত প্রকাশ করে তাই ফল্‌কেন্‌বার্গ (Falckenberg) বলেন, ''Percepts without concepts are blind and concepts without percepts are empty.''

একটি সহজ দৃষ্টান্তের সাহায্যে দেখান যায় যে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ানুভব ও বুদ্ধি উভয়ই প্রয়োজনীয়। ধরা যাক, যে কলম দিয়ে আমি লিখছি সেটি সবুজ রঙের এবং আমি জানি যে কলমটি সবুজ। এ জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়নুভব অত্যাবশ্যক। ইন্দ্রিয়ানুভব না হলে, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ না হলে, বলা যাবে না 'কলমটি সবুজ।' কিন্তু ইন্দ্রিয়নুভব অপরিহার্য হলেও কেবল ইন্দ্রিয়ানুভবের ওপর নির্ভর করে বলা যাবে না 'কলমটি সবুজ'। কেবল ইন্দ্রিয়নুভবে আমরা যা পাই তা হল সংবেদন-জটলা (manifold of sensations), অর্থপূর্ণ ভাবে বস্তুজ্ঞান নয়। এই সংবেদন-জটলাকে জ্ঞানে উন্নীত হতে গেলে তাকে একটি সাংগঠনিক নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। এক্ষেত্রে এই নিয়মটি হচ্ছে—'দ্রব্য ও গুণের সমন্বয়।' কলমটি দ্রব্য এবং সবুজ তার গুণ'—এ-ভাবে সংবেদন-জটলাকে অর্থ করতে হবে। কিন্তু এই সমন্বয়ের নিয়মটি অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত নয়, পরন্তু তা অভিজ্ঞতা-নিয়ামকরূপে একটি বুদ্ধিগত শর্ত এবং তা অভিজ্ঞতাপূর্ব। কাজেই বলতে হয় যে,—অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির যুগ্ম অবদানের ফলেই বস্তুজ্ঞান সম্ভব হয়। অভিজ্ঞতা জ্ঞানকে অভিনবত্ব দেয়, আর বুদ্ধি জ্ঞানকে সার্বিক ও সুনিশ্চিত ক'রে তোলে।' যথার্থ জ্ঞানের এ-দুটি লক্ষণই থাকা প্রয়োজন। **কান্টের মতে প্রকৃষ্ট জ্ঞান হল পূর্বতসিদ্ধ (অনিবার্য সত্য) ও সংশ্লেষক,** যা যুগপৎ সুনিশ্চিত ও সম্প্রসারণমূলক। কান্টের মতে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে মন প্রথমে বহিস্থ কোন উৎসস্থল থেকে সংবেদনরাশি গ্রহণ করে—বহিস্থ বস্তুসত্তা (Thing-in-itself) বিভিন্ন ইন্দ্রিয়কে উত্তেজিত ক'রে নানাবিধ সংবেদনের উদ্রেক করে। স্পষ্টতই, জ্ঞানোৎপত্তির ব্যাখ্যায় কান্ট প্রথমে অভিজ্ঞতাবাদের মূল বক্তব্যকে স্বীকৃতি দিয়েছেন—'জ্ঞানের উৎপত্তি ঘটে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে।' কিন্তু এ কথা মেনে নিয়েও কান্ট অভিজ্ঞতাবাদকে গ্রহণযোগ্য মতবাদ বলেননি। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জ্ঞনের সূচনা হলেও নিছক অভিজ্ঞতা জ্ঞানকে সম্পূর্ণতা দিতে পারে না। বহিস্থ বস্তুসত্তা আমাদের মনে যে সব সংবেদনের সৃষ্টি করে সে-সব পরস্পর অসংবদ্ধ, সম্পর্কবিহীন সংবেদন-জটলা, কাজেই

অর্থহীন। মন তার আকার ও প্রকারের মাধ্যমে এ-সব সংবেদন-জটলাকে সম্বদ্ধ ক'রে জ্ঞানে পরিণত করে।

কান্ট জ্ঞান-ক্রিয়ার দুটি দিকের উল্লেখ করেছেন—একটি সংবেদনগত দিক বা **সংবেদনী শক্তি** (sensibility), অপরটি বুদ্ধিগত দিক বা **বুদ্ধিশক্তি** (understanding)। বহিস্থ উৎসস্থল থেকে আগত বিচ্ছিন্ন সংবেদন রাশিকে সংবেদনীশক্তি তার অন্তঃস্যূত দেশ কালের আকারে আবদ্ধ করে। দেশ ও কালের আকারে গ্রন্থিবদ্ধ হয়েই সংবেদনরাশি আমাদের মনোমধ্যে উপস্থিত হয়। অভিজ্ঞতায় এমন কোন বস্তু আমাদের প্রত্যক্ষ হয় না যা কোন স্থান (দেশ) অধিকার করে থাকে না, যার কোন স্থায়িত্ব (কাল) নেই। অভিজ্ঞতার বস্তুমাত্রই দৈশিক ও কালিক সম্বন্ধে অনুভূত হয়। এই দেশ ও কালের ধারণাকে অভিজ্ঞতালব্ধ বলা যাবে না, কেননা তারা সকল অভিজ্ঞতার পূর্বশর্ত—দেশ ও কালের সম্বন্ধ ব্যতীত কোন অনুভবই সম্ভব নয়। যা অভিজ্ঞতার পূর্বশর্ত তা কখনো অভিজ্ঞতার ফল হতে পারে না। কান্টের মতে, **জ্ঞাতা মনের স্বভাবের মধ্যেই দেশ ও কাল নিহিত**। ইন্দ্রিয়শক্তি এই দুটি আকারের মাধ্যমে সংবেদন-জটলাকে সুবিন্যস্ত ক'রে মনের সামনে উপস্থিত করে। এজন্য, কান্ট দেশ ও কালকে **সংবেদনগত দিকের দুটি আকার** (two forms of sensibility) বলেছেন। এই দুটি আকারের জন্য অভিজ্ঞতার উপাত্তগুলিকে আমরা কখনো স্বরূপে পাই না, তাদের দেশ ও কালের আকারে আকারিত করে ভিন্নরূপে, বিকৃতরূপে গ্রহণ করি। দেশ ও কাল যেন আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তির বা ইন্দ্রিয়গত দিকের দুটি বিভিন্ন চশমা-স্বরূপ যাদের সাহায্য ছাড়া আমরা কোন কিছু অনুভব করতে পারি না। আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তির সঙ্গে এমন দুটি চশমা সর্বদা সেঁটে থাকায় জগতের সকল কিছু আমাদের কাছে দৈশিক ও কালিকরূপে অনুভূত হয়, দেশ-কাল অতিরিক্তভাবে বাহ্যসৎ জগতের স্বরূপ কেমন, তা আমাদের পক্ষে জানা কখনো সম্ভব হয় না।

কিন্তু অসংবদ্ধ অনুভবরাশিকে সংবেদনীশক্তি দেশ-কালের আকার দিয়ে সম্বদ্ধ করলেই জ্ঞানক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় না; অনুভবের বিষয়টি যে একটি **দ্রব্য** যা **গুণের** মাধ্যমে প্রকাশ পায়, সেটি যে কোন না কোন **কারণ** প্রসূত একটি **অস্তিত্বশীল** পদার্থ—এসব বোধেরও প্রযোজন হয়। এ-ভাবে দেশ কালে আবদ্ধ সংবেদনরাশিকে অর্থদান করে জ্ঞানের বিষয়ে পরিণত করতে হয়। কান্টের মতে, **এ কাজ বুদ্ধিশক্তির দ্বারা সাধিত হয়। কান্টের মতে, দেশ ও কাল যেমন ইন্দ্রিয়শক্তির দুটি পূর্বতসিদ্ধ আকার** (forms), **তেমনি বুদ্ধিশক্তিরও বারটি পূর্বতসিদ্ধ প্রকার** (categories) **আছে। এ-সব প্রকারক জ্ঞানের প্রাগুপকরণও** (pre-conditions) বলা হয়, কেননা অভিজ্ঞতালব্ধ প্রতিটি বস্তুজ্ঞানের ক্ষেত্রেই এদের প্রয়োগ করতে হয়। দ্রব্য, গুণ, পরিমাণ, কারণতা, একত্ব, বহুত্ব প্রভৃতি প্রত্যয়গুলিকে দেশ-কালে আবদ্ধ অনুভবের ওপর একে একে প্রয়োগ করে বুদ্ধি আমাদের জ্ঞানগম্য বিশ্বপ্রকৃতি রচনা করে। এজন্য কান্ট বলেন, **বুদ্ধিই প্রাকৃতিক জগতের রচয়িতা** (understanding makes Nature)।

দেশ ও কালের আকারের মতো এ-সব প্রকারকেও অভিজ্ঞতাদত্ত বলা যাবে না, কেননা প্রতিটি বস্তুজ্ঞানের ক্ষেত্রে এগুলি পূর্বশর্ত। যা সাধারণভাবে সকল জ্ঞানের ক্ষেত্রেই থাকে এবং যার বিকল্প সম্ভব নয় তাকে অভিজ্ঞতালব্ধ বলা যায় না। দেশ ও কালের আকারের মতো এ-

সব প্রকারও জ্ঞাতা মনের স্বভাবের মধ্যেই নিহিত থাকে। মনের সঙ্গে সেঁটে থাকা রঙিন কাচের মতো এ-সব (দেশ-কালের অনুরূপ) প্রকারের মাধ্যমে আমাদের বস্তুজ্ঞান সম্পূর্ণ হয়। কান্টের মতে, এ-ভাবে অর্থাৎ সংবেদনীশক্তির আকার ও বুদ্ধিশক্তির প্রকারের মাধ্যমে আমাদের জ্ঞানক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়।

কিন্তু এ-ভাবে আমরা যে জ্ঞান-জগতের রচনা করি, কান্টের মতে, তা স্বয়ংসদ্‌বস্তুর (Reality or thing-in-itself) জগৎ নয়, তা স্বয়ং-সদ্‌বস্তুর **আভাসের বা অবভাসের** (appearance) জগৎ। স্বয়ংসদ্‌বস্তুকে স্বরূপে জানতে হলে তার থেকে সৃষ্ট সংবেদনরাশিকে অবিকৃতরূপে জানতে হয়। কিন্তু আমাদের মনের **গঠনই এমন** যে ইন্দ্রিয়-পথ দিয়ে যে-সব উপাত্ত আমাদের মনে আসে তাদের মনের আকার ও প্রকারে মণ্ডিত না করে, বিকৃত না করে, আমরা জানতে পারি না। মানসিক উত্তেজনার কারণস্বরূপ বস্তুজগৎ অস্তিত্বশীল হলেও, মনের আকার ও প্রকার প্রয়োগ করে যে জগৎকে আমরা জানি তা আমাদের মনেরই রচনা, বাহ্যসৎবস্তুর অবভাস মাত্র। এজন্য কান্ট বলেন—**বাহ্য-বস্তু থাকলেও তা আমাদের কাছে চিরদিন অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়** (unknown and unknowable) থেকে যায়।

কান্টের এই জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ দর্শনের ইতিহাসে এক বিপ্লবের সূচনা করেছে। কান্টের পূর্বসূরী দার্শনিকদের অভিমত ছিল—জ্ঞানের ক্ষেত্রে মন নিষ্ক্রিয় থাকে এবং সত্যজ্ঞানের ক্ষেত্রে মনের ধারণা বিষয়ের অনুরূপ হয়। কান্ট এ-মতের সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করে বলেন—জ্ঞানের ক্ষেত্রে মনের ধারণা বিষয়ানুরূপ হবার পরিবর্তে **বিষয় আমাদের মনের আকার ও প্রকার দ্বারা মণ্ডিত হয়।** জ্ঞানের জগতে নিঃসন্দেহে এ-এক অভিনব ও বৈপ্লবিক মতবাদ। এজন্য বলা হয়, জ্যোর্তিবিজ্ঞানে কোপার্নিকাস (Copernicus) যেমন টোলেমি (Ptolemy) প্রচলিত মতবাদের বিপরীত মতবাদ প্রতিষ্ঠা করে বিজ্ঞানের জগতে এক বিপ্লবের সূচনা করেন, কান্টও তদ্রূপ **জ্ঞান-সংক্রান্ত প্রচলিত মতবাদের বিপরীত মতবাদ প্রতিষ্ঠা ক'রে দর্শনের জগতে এক বিপ্লবের সূচনা করেন** (Kant brought the Copernican revolution in philosophy)।

সমালোচনা :

কান্টের জ্ঞানতাত্ত্বিক বৈচারিক মতবাদ (বিচারবাদ) অভিজ্ঞতাবাদ ও বুদ্ধিবাদ অপেক্ষা উন্নত মতবাদ হলেও ত্রুটিমুক্ত নয় :

(১) কান্ট যে স্বয়ংসদ্‌বস্তুকে 'অস্তিত্বশীল' বলেও 'অজ্ঞাত' বলেছেন তা যুক্তিসম্মত নয়। কোন কিছুর অস্তিত্বের জ্ঞান হলে তাকে আর 'অজ্ঞাত' বলা যায় না। এমন ক্ষেত্রে যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্তটি হবে—'আমরা কেবল বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধেই জ্ঞাত হয়েছি, সম্পূর্ণ পরিচয় লাভ করিনি, অর্থাৎ বাহ্যবস্তু সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত না হলেও সে সম্পর্কে আংশিক জ্ঞান আমাদের হয়েছে।' বিজ্ঞানেও অনেক তথ্য সম্পর্কে এ-প্রকার আংশিক জ্ঞানের উল্লেখ আছে। ইলেকট্রন্, প্রোটন্ প্রভৃতি সম্পর্কে এ-যাবৎ আহৃত জ্ঞান অসম্পূর্ণ ও আংশিক হলেও বিজ্ঞান এমন বলে না যে, এদের আংশিক জ্ঞান হওয়ার জন্য তারা অজ্ঞাত।

(২) 'অজ্ঞাত' ও 'অজ্ঞেয়' শব্দদুটিকে একযোগে প্রয়োগ করেও কান্ট সঠিক কাজ করেন

নি। 'অজ্ঞাত' অর্থে আংশিকরূপে জ্ঞাত', কিন্তু 'অজ্ঞেয়' বলতে বোঝায় 'যে বিষয় সম্বন্ধে আমাদের কোন বোধ হওয়া সম্ভব নয়।' বাহ্যবস্তুকে 'অজ্ঞাত' বললে ক্ষতি নেই, কেননা তা আংশিকরূপে জ্ঞাত—কেবল 'অস্তিত্ব' সম্বন্ধে জ্ঞাত। কিন্তু যা 'সঠিক অর্থে অজ্ঞেয়' তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন বোধ হতে পারে না। 'আকাশে এখনো একটা নক্ষত্র আছে (অস্তিত্বশীল) যা আমাদের অজ্ঞেয়'—এমন উক্তি অর্থহীন। যা প্রকৃত অর্থে অজ্ঞেয় তার সম্পর্কে কোন বিশেষণ প্রয়োগই সম্ভব হতে পারে না।

(৩) 'আমরা কেবল বস্তুর অবভাসকেই জানি, বস্তুস্বরূপকে জানতে পারি না'—কান্টের এ-কথা যুক্তিহীন। সত্তা ও তার আভাস দুটি বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়—উভয়ে মিলে এক সম্পূর্ণ সত্য। আভাস হচ্ছে সত্তারই আভাস এবং সত্তা আভাসের মধ্যে দিয়েই প্রকাশ পায়। আগুনের প্রকাশ উত্তাপে। 'আমি উত্তাপ জেনেছি কিন্তু আগুনকে জানতে পারিনি'—এমন কথা যুক্তিহীন। আভাসকে জানলে সত্তাকেও জানা যায়, যদিও সে জ্ঞান অসম্পূর্ণ। কান্ট আভাস ও সত্তার মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করে অহেতুক জটিলতার অবতারণা করেছেন।

(৪) কান্ট আকার ও প্রকারকে মননধর্মী বলেছেন, বস্তুধর্মী বলেননি। এমন ক্ষেত্রে মনের সঙ্গে বাহ্যবস্তুর কোন মিল থাকে না, কেবল পার্থক্য স্বীকৃত হয়। কিন্তু বিসদৃশ ও বিপরীতধর্মী দুটি বিষয়ের মধ্যে কোন সেতুবন্ধন রচিত হতে পারে না এবং সেক্ষেত্রে বাহ্যবস্তু কোন ভাবেই মনে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে না। কিন্তু কান্টের জ্ঞানতত্ত্বের প্রথম কথাই হল—বস্তুসত্তা ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়ে আমাদের মনে অসংবদ্ধ নানা সংবেদনের সৃষ্টি করে। মন ও বাহ্যবস্তুর মধ্যে এ-প্রকার সম্বন্ধের ব্যাখ্যায় মানতে হয় যে মনের আকার ও প্রকারগুলি বাহ্যবস্তুতেও বস্তুধর্মরূপে আছে। এই দুই বিষয়ের মধ্যে অর্থাৎ মন ও বাহ্যসৎ বিষয়ের মধ্যে যে কোন বিরোধিতা থাকা সম্ভব নয়, পরবর্তিকালে হেগলে (Hegel) সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।